পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষং
গুণান্বিতো-গুণিগুণং পরিহায় দোষং।
বালঃ স্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃগ্‌-বিহায়
ত্যক্ত্বা পয়োরুধিরমেব ন কিং জলৌকাঃ॥"

CALCUTTA:

PRINTED BY P. M. SOOR & CO

AT THE CROWN PRESS, 14 DUFF STREET.

1883.

উপহার।

ভক্তিভাজন পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত
গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় পিতামহ
মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

পিতামহ!

আজি কল্পনাবলে মহর্ষি বাল্মীকি-প্রদর্শিত সুরম্য কাব্যোপবনে ভ্রমণ করতঃ দেখিলাম, একান্তে আসীন অমূল্য-নয়ন-রত্ন-বিহীন, পুত্র-শোক-মলিন, জীর্ণ শীর্ণ এক বৃদ্ধ পর্ণশালাদ্বারে উপবিষ্ট। অন্ধের নয়ন দ্বয় দিয়া দর দর বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহার সেই বিবর্ণ বদন দিয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাবে মহারথ দশরথের প্রতি অভিশাপ বাক্য গুলি নিঃসৃত হইতেছে। সেই শোকানল-দগ্ধ-মুনির এবম্বিধ শোক-তমসাচ্ছন্ন ভাব অবলোকন করিয়া, লেখনীর সাহায্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই "অন্ধ-বিলাপ" নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানি জন সমাজে প্রকাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। যেখানে কত শত কৃত-বিদ্য ব্যক্তির সুধাময়ী লেখনী সুফল প্রসব করিয়াছে,

সে স্থলে আমার প্রতিষ্ঠা লাভ আশা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভব। মহাত্মন্! আপনার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র "প্রফুল্ল," তাহার নব উদ্যমের বহু যত্ন-লব্ধ ফলটী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার যত্ন ও শ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করুন; কিমধিক-মিতি।

ভবদীয় চরণাবনত
পৌত্র,
শ্রীপ্রফুল্ল———

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অন্ধমুনি।

সিন্ধু।

দশরথ।

জনৈক শিষ্য ও বনদেব।

স্ত্রী।

সিন্ধুর মাতা।

সহচরী।

বনদেবীগণ।

অন্ধ-বিলাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কানন)

ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন।

সশস্ত্রে দশরথের প্রবেশ।

দশ। এ ঘোর আঁধারে, নিবীড় বিপিনে,
নেহারি চৌদিকে অমঙ্গল যেন,
কালান্তের ন্যায় বসে সারি সারি।
উঃ!
কি ভীষণ!
মাঝে মাঝে বিজলীর ছটা—
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ!
নভস্তলে নভোগজ কৃতান্তের ন্যায়,
বিস্তারি দশন যেন আসিছে গ্রাসিতে।

অম্বুদের পার্শ্বে থাকি
চঞ্চলা চপলা,
বিদ্রূপ করিছে মোরে।
সন্ সন্ রবে কিবা
ভীম প্রভঞ্জন,
খেদাইছে দূরে যত বিশাল তরুরে —
মড় মড় রবে।
ভীষণ কুলিশ হায়,
কড় কড় করি
ছেদিছে তরুকে যত।
ওই যে ওই যে পুনঃ জলদ আরাব!
ঘোরা রজনী হায়,
অন্ধকারময়,
তাতে
আবার
প্রাবৃট সময়;
অজস্র বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে এবে।
শিখিয়াছি শব্দভেদী বাণ,
পরীক্ষিব আজি।
যাই,
দেখি কোন মৃগ।
(প্রস্থান ও বনদেবীগণের প্রবেশ।)

গীত।

সারঙ্গ——কাওয়ালী।

হেরে শিহরে প্রাণ মন।
ভীম গভীর ঘন রবে
ভীত সদা জীবন।
প্রচণ্ড পবন,
বহে ঘন ঘন,
রবে সন সন, কাঁপায়ে ভুবন,
চঞ্চলা চপলা ব্যাপিল গগন—
এস এস সবে করি পলায়ন।

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুটীর সন্নিকটস্থ উদ্যান)

সিন্ধুর মাতা ও সহচরী।

সহ। বল সখি!

বল তব স্বপন কাহিনী।

সি—মা। সখিরে!

বলিতে সে সব কথা বিদরে হৃদয় মোর।

হায়!

দেখিনু আমি লো যেন

তনয় আমার,

অন্যায় আহবে পড়ি গেছে চলি।

(নীরব)

সহ। সখি!

বলিতে তোমার যদি বিদরে হৃদয়,

থাক তবে,
বলিওনা আর।

সি—মা। না সখি!
শুন স্বপন বারতা।
তনয় আমার যেন
জলকুম্ভ লয়ে,
জল আনিবারে হায় গিয়াছিলা সরে;
নিঠুর কিরাত কোন,
করী মনে করি,
বিঁধিলা সিন্ধুকে।
(চক্ষু মার্জ্জন।)

সহ। অলীক স্বপন হেরে কিহেতু—
লো সখি!
অকারণ ভাব এবে?
নিশার স্বপন কভু সত্য কিলো হয়?
সখি,
মহা প্রজ্ঞা তুমি;
তবে কি কারণে
প্রাকৃত নারীর মত ভাবিতেছ আজি?
প্রাণের তনয় তব সিন্ধু গুণাকর,
কোন দোষে দুষী নয়,
তবে কোন্ নরাধম,

বিনা দোষে বধিবে পুত্রকে তব ?
শান্ত হও।
দেখ,
ভীম বিষধর—
বিনা দোষে কখনই দংশেনা কাহাকে।

সি—মা। সখি,
সকলই জানি আমি।
তবে
কি কারণে পোড়া মন কাঁদে বার বার ?
ধৈরজ মানেনা মন,
এই যে সম্মুখে হের পলাশ, পলাশী,
পলাল-দোহদ হের
পল্লবদ্র যথা,
পশুমোহনিকা আদি
পল্লবিত তরু,
এ সব হেরিয়া
কেন শান্তনা
না হয়
আমার কঠিন মন ?
প্রবোধ দিওনা আর;
যদবধি হেরিয়াছি নিঠুর স্বপন,
তদবধি

হৃদয় বিদীর্ণ হায়,
হয় অনুক্ষণ।
সখি,
তুমি কি বুঝিবে?
দংশিলে লো
ভুজঙ্গম,
পারে কি সহিতে কেহ সে দারুণ জ্বালা?
প্রজনিকা তার আমি;
*তুমি কি বুঝিবে মম
অপত্য-মমতা?

সহ। বৃথা ভৎর্সনা মোরে সখি,
অলীক স্বপন হেরে
কেন সুবদনি,
চিন্তিতেছ এবে?
হৃদয় তোমার যদি উচাটন হয়,
সস্ত্যয়ন, পূজা, হোম কর লো এখন।
পশি প্রাণনাথ পাশে,
জুড়াও মনের জ্বালা নিবেদি তাঁহারে।
চল এবে মোরা যাই তাঁহার সদনে।

সি—মা। চল তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।

(উপবন)

(ফুল সিংহাসনে বনদেব উপবিষ্ট। ফুল সাজে সজ্জিত হইয়া বনদেবী-গণের প্রবেশ।)

বনদেবীগণ। গীত।

পাহাড়ী—পিলু——দাদ্‌রা ।

ফুল হারে ফুল সাজে ফুল্ল প্রাণে সাজাব লো,
বকুল, পারুল, বেল, ফুল যেথা পাব লো।
মালা করি তারা দলে,
পরাইব এর গলে,
আজীবন পদতলে, দাসী হয়ে রব লো।

বনদেব। গীত।

বাগেশ্রী——ধামার।

পরমেশ্বর পতিতপাবন তুমি সত্য সনাতন।
অগতির তুমি গতি,
তব চরণে প্রণতি,
ওহে নাথ বিশ্বপতি, কর কৃপা বিতরণ।
আমি অতি মূঢ়মতি,
নাহি জানি স্তব স্তুতি,
ডাকি আমি সকাতরে, দাও দেব দরশন।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুটীর)

অন্ধমুনি, সিন্ধুর মাতা ও সিন্ধু।

অন্ধ। যাও বৎস!
লয়ে যাও জলকুম্ভ লয়ে;
ত্বরা করি আন বারি—
তৃষায় বিদরে মোর হিয়ে।

সি—মা। কখনই নয়;
নিশী যোগে নাথ আজি কুস্বপন হেরে,
কোন্ প্রাণে অন্ধের নয়নে
বিদায় দানিব?

অন্ধ। আবার স্বপন কথা?
সরলা অবলা তুমি,
তে কারণে বল হেন বাণী।
মহাতেজা পুত্র মোর;
কন্দ-মূল-ফলাহারী আমরা তপস্বী,—
প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাক্য, জানিনা আমরা।
নির্দোষী আমার সিন্ধু,

তবে কোন্ নরাধম
অকারণে
বধিবে পুত্রকে মোর ?
যাও সিন্ধু গুণাকর,
আনিবারে বারি,—
তৃষায় বিশুস্ক মোর কণ্ঠ তালু আদি।

সিন্ধু। মাতঃ
কি হেতু পুনঃ পুনঃ
অঘটন ভাব তুমি ?
প্রফুল্ল মনেতে আজি বিদায় প্রদান।

সি—মা। না বাছা,
'বিদায়' শুনিলে আজি
কাঁদে মন প্রাণ।
শ্রবন কুহরে বাছা বলিছে কে যেন,
'হৃদয় সর্ব্বস্ব তোর সিন্ধুর বয়ান,
ভাল করি কর্ আজি তুই নিরীক্ষণ,
আর কভু
পাবিনা দেখিতে তারে।'
বাছা,
কেন হয় হেন ?
উপোসী থাকিব আজি
সেও ভাল ;—

তবু
কভু না বিদায় দানিব।
দেখ বাছা,
দক্ষিণ নয়ন কাঁপে ঘন ঘন,
চৌদিকে অমঙ্গল হেরি ;
শূন্য ভুবন আজি শূন্য গগন,
যে দিকে নেহারি আজি সব শূন্যময়,—
দশ দিশী শূন্য,
শূন্য মোর ভবন।
কেন হৃদি শূন্য করি করিবে গমন ?
অন্ধের নয়ন তুই,
অভাগী-জীবন ;
আজিকার মত বাছা থাকহ এখানে।

সিন্ধু। না মাতঃ
ভ্রম তব ;
প্রসন্ন হৃদয়ে আজি দাও মা বিদায়।
কেন অমঙ্গল ভাব তুমি ?
মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি
এ তিনভূবন,
ব্রহ্মানলে আজি মাতঃ পোড়াইতে পারি।
শরাসন নাহি বটে ;—
কিন্তু

শরাসন তুল্য আছে কর যুগ।
পীতাম্বর বর্ম্ম মোর,
ফলক আমার হের
এই করতল।
যদি বৈরী কোন মম
আসে বধিবারে,
এসব আমার অস্ত্রে
খেদাইব দূরে।
বৃক্ষ চয় সৈন্য মোর,
তাহারা করিবে তবে সৈন্যের করম।
দাও মাতঃ
জল কুম্ভ।

সি-মা। একান্ত যাইবে বাছা ?
রহ তবে।
(প্রস্থান ও জলকুম্ভ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)
ধর বৎস !
জলাধার এই।
(মস্তক আঘ্রাণ ও সিন্ধুর প্রস্থান)
দেখো দেবগণ,
দেখো মহেশ্বর,
রক্ষিও তনয় ধনে।

(পটক্ষেপন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরযূ তীর।

দশরথের বেগে প্রবেশ।

দশ। একি!

কোথা পলাইল!

এই যে হেথায় মৃগ করিল প্রবেশ।

কি আশ্চর্য্য!

মায়া মৃগ নাকি!

নাহি শব্দ,

কেমনে লক্ষিব আমি?

ব্যর্থ কি হইল মম শব্দভেদী বান?

বঞ্চিলা গুরু কি মোরে?

বলেছিলা গুরু,

'শব্দ লক্ষ করি বান ছুড়িলে কখন,

না হবে ব্যর্থ।'

কিন্তু

কি আশ্চর্য্য!

সে সকলি বৃথা ?

না-না-না,

দোষ নহে তাঁর ;

শব্দ কোথা ?

ওই যে কুরঙ্গ এক করিছে প্রস্থান !

যাই উহার সন্ধান !

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

একি !

পুনঃ পলাইল !

মানব, দানব, যক্ষ,

অথবা কিন্নর,

মায়াবী অপ্সরী হও যা হও তা হও,

দশরথ শরে আজি নাহিক নিস্তার।

হায়রে ! যেমতি ——

তৃষ্ণায় আকুল হয়ে কুরঙ্গ নিচয়,

সুদূরস্তর প্রান্ত মাঝে সর বিলোকনে—

মরীচিকা ভ্রমে তথা

ধায়,

তৃষ্ণা নিবারণে,

তেমতি,

আমিও

পড়িয়াছি হায় আজি মরীচিকা ভ্রমে।

এই যে মাতঙ্গ এক
ডগ ডগ করি,
সরযূ নদীতে করে কেলী।
এইবার——
যা থাকে কপালে ;
হানি শর——

(শরত্যাগ)

নেপথ্যে।—ওঃ !
হানিল বিষম শর আমার হৃদয়ে !
নিঠুর কিরাত !
কোন্ দোষে দুষী আমি তোমার নিকটে ?
ওঃ
প্রাণ যায় — যায় ! ! —

দশ।—একি !
মানবের আর্ত্তনাদ !
হা !
কি করেছি আমি !
করী ভ্রমে বিনা দোষে বধিনু মানবে ?
যাই
রক্ষা করি তারে।

{ দ্রুতবেগে প্রস্থান ও মূর্চ্ছিত সিন্ধুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ। }

একি ! একি ! !
ঋষি বালক !
কি করিনু হায় !
বিনা দোষে ঋষি পুত্রে
বধিনু এখন !
উঠ এবে ;
ভ্রাতৃ সম্বোধন আজি করিনু তোমারে।
ভাই,
কে তুমি ?
কোথায় নিবাস তব ?
উঃ
মূর্চ্ছিত !
হায়রে !
কি ঘোর নারকী আমি !
মরি মরি !
সোনার অতনু আজি করিনু বিদগ্ধ !
উঠ ভাই,
অপরিচিত দাদা তব
ডাকে বার বার ;
কি হেতু নীরবে ভাই !

সিন্ধু। (ধীরে ধীরে)
কে তুমি ?

কি হেতু আজি হানিলে বিষম শর—
আমার হৃদয়ে ?
একি !
রাজবেশ !
বিচারের পতি হয়ে,
এ কেমন বিচার তব !
পরিচ্ছদ দেখে রাজা মনে মানি ;
কে তুমি ?
কহ তা আমারে।

দশ। (স্বগত)
হায়রে !
কি করি এখন !
ঋষির তনয়ে আজি
বধি অকারণে ?
ওঃ !
দেখিলে ফাটে হিয়া মম।
ধিক্ মোরে !
ধিক্ রাজা নামে মোর !
এত দিনে মহাপাপে আমিরে পড়িনু।
নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যবংশে
কলঙ্ক রোপিনু।
একে ঋষি পুত্র,

তায় বিনাদোষ,
নরকে ও ঠাঁই নাই মোর।
আজি নিশ্চয়
সরযূ নীরে ডুবাইয়া পাপ দেহ—
জুড়াব নরক জ্বালা।
বিধিরে!
সাধি তোরে,
কেন এত হইলে বাম মমপ্রতি?
এত কি লিখেছ মোর ভালে?
ওঃ!—
মহাত্মা অজের নন্দন আমি।
পিতঃ
কুলাঙ্গার পুত্র তব
বিনা দোষে বধিল
ঋষির তনয়ে।
লহ ত্বরা মোরে:—
তোমার নিকটে গিয়া,
জুড়াব জীবন মোর।
গুরো!
এত মনে ছিল তব?
এ কারণে শিখাইয়াছিলে
শব্দভেদী বান?

তাহারই কি এই পরিণাম ?

আর কভু ধরিবনা অসি শরাসন।

যাওরে ধনুক আজি

পামরের হাত হতে।

(ধনুত্যাগ)

সিন্ধু। নীরবে কেন হে তুমি ?

বল ত্বরা মোরে।

কি লাগিয়া দাঁড়াইয়া

ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া,

কাঁদিতেছ এবে ?

কে তুমি ?

কে পীড়িল হেন শর আমার হৃদয়ে ?

কে মারিল এক বানে তিন জনে ?

রাজন !

কহ মোরে।

কুশলে আছেন মম জনক জননী ?

হায়রে !

অন্ধের নয়ন আমি,

অন্ধের তনয় ;

পিতঃ

জীবিত আছত তুমি ?

না

দারুণ তৃষায় আজি হারায়েছ প্রাণ !
মাতঃ
আসিবার কালে কত কেঁদেছিলে,
কত দর্প করেছিনু তোমার নিকটে,
নিষেধ করিলে মোরে ;
কিন্তু
তব বাক্য অবহেলে
হারালাম প্রাণ।
মাতার বচন করিনু লঙ্ঘন,
তে কারণে দশা হেন
হইল এখন।
ওঃ
প্রাণ যায় যে !
এসময়ে এক বার দাও দরশন।
বল রাজা,
কোন নরাধম বধিল আমারে
বিনা দোষে।
নাহি কি করুণা তাহার হৃদে ?
পিতার আশীষে আমি
পোড়াইতে পারি ত্রিভুবন।
তোমার কি এই কাজ ?
কহ রাজা।—

দশ। ভাইরে !

কি আর বলিব আমি।

শুন পরিচয় মোর ঃ—

অজের নন্দন আমি,

দশরথ নাম।

শব্দভেদী বান হায় পরীক্ষিতে আজি,

করি বন পর্য্যটন,

অবশেষে

আইনু হেথায়।

জলকুম্ভ শব্দ পেয়ে

করী ভ্রমে

হানিনু বিষম শর ঃ

তে কারণে অনর্থ ঘটিল এত।

ভাই,

ক্ষম অপরাধ মোর।

কুলাঙ্গার রাজা আমি।

সিন্ধু। একি !

মহারথ দশরথ তুমি !

না কখনই নয়।

মহারাজ দশরথ

এ হেন দারুণ কাজ করেনা কখন।

কখনই দশরথ নও তুমি';

নিশ্চয়
কিরাত কোন।
লাঘবারে ক্রোধ,
তেঁই বলিতেছ আমি দশরথ ;
কিন্তু
যাহও তাহও,
পিতার সদনে কভু পাবেনা নিস্তার।
পিতঃ
নয়নের তারা তব
দুঃখের পাথারে ফেলি
অনায়াসে গেলা চলি।
দেখ আসি,
অন্ধের যষ্টিক আজি ভাঙ্গিয়া পড়িল।
যবে এ বারতা শুনিবে সকর্ণে,
কে আর দানিবে প্রবোধ তোমারে ?
তাতঃ
কে পিতৃ সম্বোধনে জুড়াবে হৃদয় তব ?
হৃদয়ের মণি আমি ;
আজি
সেই মণি অনায়াসে করে পরিত্যাগ।
ফণী মণি যদি কভু,
ভুজঙ্গের শির হতে করে পলায়ন,

কভু কি গো সে ভুজঙ্গ
সম্বরিয়া থাকে খেদ ?
ওঃ
যায় হৃদি জ্বলে !
জ্বলিল হৃদয় মম শরের দহনে।
(নীরবে রোদন)

দশ। বল ঋষি পুত্র !
ত্বরা করি,
তব নিজ পরিচয়।

সিন্ধু। নহি ঋষি পুত্র আমি ;
ব্রাহ্মণ ঔরসে,
শূদ্রীর গরভে জন্মিয়াছি।
কাজ নাই প্রাণে মোর।
মাতঃ
দেখ আসি,
ননীর পুতলী তব ছাড়িয়া তোমায়,
পলাইল এবে যমালয়।
মাগো !
দশ মাস দশ দিন ধরেছিলে গর্ভে,
কত কষ্ট পেয়েছিলে আমারি কারণে ;
তাহারি কি এই পরিনাম ?
বিদায় বিদায় মাগো,

উদ্দেশেতে বলি,
পিতার চরণে মম প্রণাম জানিও
অধিক কি কব,
হৃদয় যে উঠে কাঁদিয়া।
হায়, মাতঃ
মা বলিতে তোমায় যে নাহি কেহ আর।
মাগো!
অন্তিমে না হেরিনু ওপদ পঙ্কজ,
এই বড় দুঃখ রল মনে।
যবে
তোমাদের তৃষায়
বিশুস্ক হবে কণ্ঠ তালু আদি
কে সংগ্রহিবে বারি ফল মুল
এক মাত্র পুত্র তব,
অন্যায় আহবে পড়ি গেলা চলি।
মাগো,
অন্তিম কালেতে হায়,
দাও এক বার দেখা।
রাজন,
থাকিতে এদেহে প্রাণ,
লয়ে চল জননী সদন।
বড় দয়াবান পিতা,

না দিবেন সম্পাত তোমারে ;
কিছু শঙ্কা নাই এবে
লয়ে চল তথা—'

দশ। চল ভাই !

(স্বগত) দেখো দয়াময় ;
দেখো অংশুমালী,
তব বংশ নির্ব্বংশ
করিও না এবে,
চলিলাম কালের সদন।

(সিন্ধুকে লইয়া প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(নিকুঞ্জকানন)

শূন্য হইতে বনদেবীগণের অবতরণ।

গীত।

দেশ-সাহানা——কার্ফা।

সুন্দর মন্দার হার গলায় পরিব,
কুসুম তুলিব, চিকুর বাঁধিব—
সঙ্গীতে মাতিব।
দশ দিশি পুরাইব, মধুর সঙ্গীতে লো,
দুস্তর গগন-নীরে সকলে ভাসিব।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কুটীর)

সিন্ধুর মাতা অনন্যমনে

গীত।

পুরবী——মধ্যমান।

দেখো গো বিপদ হারিণি।
দেখো দেখো ত্রিলোচন, দেখো ওহে সমীরণ,
আমার তনয় ধনে, দেখো গো যামিনি।
দেখো দেখো নভঃস্থল. দেখো তারকা সকল,
দেখো ত্রিদিবেশ, দেখো, ত্রিদিব বাসিনি।

(জনৈক শিষ্যসহ অন্ধের প্রবেশ)

অন্ধ। কৈ প্রিয়ে!
সিন্ধু কোথা ?
এখনও আসিনি ফিরে জলকুম্ভ লয়ে ?

কেন বিলম্বিছে ?
তৃষায় বিশুষ্ক মোর হিয়ে।

সি—মা। নাথ !
বলিতে না পারি হায়,
কি আছে কপালে মোর।
এই দেখ,
দক্ষিণ নয়ন মোর
স্পন্দিতেছে ঘন ঘন।
বলেছিত নাথ, আজি
ইহার অগ্রেতে—
আজিকার মত আশা হইবে নিঃশেষ ?
ওঃ
নাথ !
বুঝিতে না পেরে তুমি নীলমণি ধনে,
সুধাভ্রমে,
কালকূট দিয়ে বধিলে তাহার প্রাণ ?
আয় বাছা,
ঘরে আয় ;
বড় সাধ ছিল মনে,
তোমার বদন শশী
দেখিতে দেখিতে হায়,
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ ;

কিন্তু
কৈ !—
সে আশা সমূলে বুঝি হইল উচ্ছেদ।
বিধি রে !
সাধি তোরে বার বার.
ভালয় ভালয়
লয়ে আয় অভাগিনী ধনে।

অন্ধ। প্রিয়ে !
কিছু শঙ্কা নাই।
এখনি কুমার তব,
হাসিতে হাসিতে
মা মা রবে
আসিবে তোমার কাছে।
জবা বিল্বদল দিয়ে
পুজ অভয়াকে।
'মাতঃ
ভয়হারিণি !
এনে দাও পুত্রকে মোর।
এই বলে বার বার
কর চিৎকার।
নিশ্চয় বিপদ হারা ভঞ্জিবে বিপদ।

সি-মা। না নাথ !

প্রবোধ মানে না আর মন।
দেখি কত দূর আসে——

প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া
মৃত সিন্ধুকে লইয়া
দশরথের প্রবেশ।

দশ। (স্বগত) হায়!
কি ঘোর পাতকী আমি!
এত দূর এ'সে
জীয়ন্ত দশাতে আমি নারিনু আনিতে?
হায় রে!
তেজঃপুঞ্জশালী ভাস্করের ন্যায়,
মহাঋষি হায়,
বসি একাসনে,
পুত্রের মঙ্গল ভাবিছে এক মনে,
কেমনে
যাইব উহার সদনে?
সিন্ধু রে!
এক বার দেখ,
দেখ আঁখি মেলি—
তোমার পিতাকে।
অকূল পাথারে ফেলি
কেমনে রে চলে গেলি?

উঠ ভাই!
রাখ,
আমার, তোমার, জনক, জননীর—
প্রাণ।
হায় রে!
কেমনে যাইব আমি উহার সমীপে?
আজি
নাহিক নিস্তার মম।

অন্ধ।—বাছা, সিন্ধু এলি?
কেন এত বিলম্বিলে?
তৃষায় বিদরে মোর প্রাণ।
বাছা!
ত্বরা করি,
দাও বারি।
অন্ধের নয়ন!
এসময়ে না কর বিলম্ব!
দাও জল কুম্ভ।
(হস্তপ্রসারণ)

দশ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) হায় রে!
কি করি এখন আমি!
বসে আছে একাসনে তনয়ের তরে
কেমনে এ কুসংবাদ বলি আমি ওরে?

করে কর প্রসারণ,
বারি তরে।
অম্বু বিনিময়ে হায়:
মৃত পুত্রে আমি
কেমনে দানিব ?
বলিতেছে পুনঃ পুনঃ
'ত্বরা করি বাছা,
দে জল দে জল মোরে :'
তার বিনিময়ে কিনা মৃত পুত্রে দিব ?
এস যমরাজ !
লহ এই কুলাঙ্গারে :
আর এ যাতনা সহিতে না পারি।

(নীরবে রোদন)

অন্ধ। বাছা,
কি কারণে নীরবে রয়েছ আজি ?
শীঘ্র করি দাও বারি।
তৃষায়
অনাহারে আকুলিত মম দেহ।
বিলম্ব ক'রো না আর।
বিলম্বিলে বাহিরিবে এখনি
এ প্রাণ।
সিন্ধু রে !

জল দে রে,

ত্বরা করি আমারে।

দশ।—(সরোদনে)

নহি সিন্ধু আমি।

পিতঃ

তব পুত্রঘাতী দশরথ আমি।

এতক্ষণে তব সিন্ধু

বৈকুণ্ঠ ধামেতে গেছে চলি।

অন্ধ।—মূঢ় !

কি বলিলি তুই !

পুত্রঘাতী দশরথ '

সিন্ধু মোর

জল আনিবারে,

গিয়াছে সরযূ তীরে।

এখনি আসিবে মম সিন্ধু গুণধাম।

যদি সিন্ধু হও তুমি,

বঞ্চনা ক'রো না এবে ;

ত্বরা করি জল দাও মোরে।

নহিলে

বাহিরিবে এখনি গো আমার জীবন।

পিতৃঘাতী হ'বে তুমি আজি।

দশ।—এই লও সিন্ধু তব।

(সিন্ধুকে অন্ধের ক্রোড়ে দেওন)

অন্ধ।—বৎস!

কি হেতু নীরবে তুমি?

কর আখি উন্মীলন;

দাও বারি।

একি!

মৃত—মৃ—ত!

এঁ্যা!

বাছা!

আজি—মৃ—ত—তু—মি—ওঃ!

{ ক্রমে ক্রমে স্পন্দ হীন হইয়া পতন ও মূর্চ্ছা। বেগে সিন্ধুর মাতার প্রবেশ। }

সি—মা (উচ্চৈঃস্বরে)

বাপ্ রে!

এই কি তোর জল আনা?

ওরে বাপ আমার!

বাবা আমার রে!

অভাগিনী মাকে রেখে

কোথা গেলি রে!

বাপ রে!

কোথা যাস্ তুই ?
ওঃ
বাবা !
কে মারিল তোরে ?
বল মোরে।
সিন্ধু রে !
কেন গেলি রে
ফেলিয়া শোকে পাথারে '
বাছা !
এক মাত্র গতি তুই—
অন্ধের নয়ন !
জানিয়াছি বাবা, আজি ইহার অগ্রেতে.
জনমের মত আশা হইবে নিঃশেষ।
না—বাছা !
উঠ তুমি ;
আর ঘুমাও না।
বিধি !
এ কেমন বিধি তব ?
অন্ধ পিতা,
নিঃসহায়া মাতার
একমাত্র জীবন ধন সিন্ধু ধন ;
আজি

সেই ধনে করিলে বঞ্চনা ?
কাত্যায়নি, ত্রিলোচনি, জগত জননি !
কে আর পূজিবে তব ও রাঙ্গা চরণ ?
জগদম্বে !
কত আশা করেছিনু
তোমার নিকটে.
আজি
সেই আশা পূরাইলে ?
মধুসূদন !
বিপদ ভঞ্জন বলে তোমায় ;
আজি
এ ভীষণ বিপদ হ'তে কর গো উদ্ধার।
বাছা রে !
দেখিতে না পারি আর তোমার অবস্থা।
বাপ্,
মা—মা রবে
শীতলিবে কে এ তাপিত প্রাণ ?
আয় বাছা,
আয়
তোরে কো'লে করি।

গীত।

ভৈরবী——মধ্যমান।

কেন রে জীবন ধন ধরাতে শয়ন ?
এ ভাবে নীরবে কেন——
আয় কোলে,
মা—মা বোলে জুড়াও জীবন।
বিহনে তোমার, সব হেরি অন্ধকার,
অভাগিনী ধন,
জীবন-জীবন,
তুলি চন্দ্রানন,
কর নিরীক্ষণ,
ওরে যাদুধন,
উঠ রে এখন !

উঠ বৎস !
কাজ নাই জলে মোর।
তোরে ল'য়ে স্থানান্তরে
করিয়া গমন,
ভিক্ষা করি খাব মোরা
সেও ভাল,
তবু
না থাকিব হেথা।

দুঃখিনী জননী তব
ডাকে বার বার,
কি হেতু পাষাণ মত রয়েছ নীরব ?
বাছা,
এ কারণে গিয়াছিলে সরযূর তীরে—
বারি আনয়নে ?
হায় রে !
কেমনে সহিব আর অসহ্য যাতনা ?
কেবা প্রবোধিবে মোরে ?
উঃ
নাথ !
যত অনর্থের মূল তুমি ;
তা না হ'লে
কি কারণে,
অতল সিন্ধুর নীরে সিন্ধুকে ফেলিলে ?
উহু উহু মরি মরি বুক ফেটে যায়,
প্রাণের তনয় মোর সিন্ধু গুণাকর,
কেমনে পলাল হায়,
ছাড়িয়া আমায় ?
পাষণ্ড হৃদয় !
আর কেন ?
দ্বিধা হও তুমি ;

নতুবা
এ দেহ হতে কর গো প্রস্থান।
(রোদন)

অন্ধ। হায় বৎস !
এত ছিল মনে তব ?
হায় রে !
কে আর রজনীশেষে,
শাস্ত্র অধ্যয়ন করি,
শুনাবে আমারে ?
সুমধুর স্বর হায়,
কাহার বদনে
শুনিব আর ?
অকর্ম্মণ্য, অসহায়,
তোমার পিতাকে,
কে বন্য ফল মূল সংগ্রহ করিয়া
অতীথির ন্যায় মোরে আহার করাবে ?
তৃষায় আকুল হ'লে,
কে আনিবে বারি ?
প্রাণাধিক !
নিজে অসহায় হ'য়ে,
তোমার মাতাকে,
কেমনে পালিব আমি ?

সিন্ধু রে!
উঠ তুমি;
দুঃখের পাথারে ফেলি,
যেও না যেও না চলি।
হৃদয়সর্ব্বস্ব!
অন্ধের নয়ন!
কি কারণে
পিতা বোলে
না কর অভিবাদন?
কি হেতু নীরবে তুমি?
শয়নে স্বপনে বাছা, ভাবিনি কখন,
সুধাংশু আনন হবে বিশুষ্ক এমন।
বৎস!
নিশার স্বপন সম হইতেছে বোধ।
একবার
পিতা বোলে—
সম্ভাষণে,
জুড়াও তাপিত হৃদি।
নন্দন!
অন্ধ পিতা তব
কাতর বচনে
ডাকিছে তোমায়;

করেছ কি রোষ মম প্রতি ?
যদি
অপরাধী আমি ;
তবে
রোষ পরিহরি,
পিতা বোলে,
এস কোলে।
আর ক্লেশ দিও না আমারে।

গীত।

ভৈরবী——একতালা।

আয় কোলে যাদুধন,
জুড়াও তাপিত প্রাণ।
পিতা বোলে বাছা কেন,
না করিছ সম্ভাষণ।
কেমনে রে হৃদিধন,
পিতারে ফেলি এখন,
চলিলে কাল সদন।
অভাগিনী মাতা তব,
কাঁদিছে হ'য়ে নীরব,
কর তারে নিরীক্ষণ।

হা বৎস !
বধিল তোমায়
পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়,
বিনা দোষে।
কিন্তু
মোর তপের প্রভাবে,
অবিলম্বে
স্বর্গ ধামে করহ গমন।
আর কি বলিব আমি।
রাজন্ !
এ সব ঘটনা যদি নিজে না বলিতে,
নিশ্চয়,
তপানলে পোড়াতাম আজি।
স্বয়ং
দেবেন্দ্র যদি আমার তনয়ে
অকারণে
বধিত পুত্রকে মোর ;
বোধ হয়,
এতক্ষণে তাঁর বংশ নির্ব্বংশ হইত।
অজ্ঞাতে হে অপরাধ করিয়াছ বোলে,
এই শাপ দিনু তোমা' ;
অন্তিম কালেতে আমি

যেমন করিয়া,
'হা পুত্র হা পুত্র !'
বলি
ত্যজিব জীবন,
তেমতি তুমিও—
অন্তিম কালেতে হায়,
পুত্র পুত্র বলি,
মরিবে রাজন্।
অচিরে করিবে ভোগ এই মহাশাপ।
চল এবে,
সৎকার করিগে হায় পুত্রকে আমার।

সি-মা। বাপ্ রে !
কোথা গেলি রে !
সিন্ধু রে !
সিন্ধুনীরে ভাসাইলি আজি রে আমারে !
ওঃ
বাপ্ !
কাজ নাই প্রাণে মোর ;
চল,
তোমার জ্বলন্ত চিতায় মোরা আরোহণ
করি,
তিন জনে

স্বর্গধামে করিব গমন।

বাছা রে!

আর যে তোর মৃত দশা না পারি দেখিতে?

চল বাপ্‌!

হাঃ—

মাতা হ'য়ে

কেমনে গো

মৃত পুত্রে লয়ে যাব আজি?

বুক যে ফেটে যায়!—

দশ। (কাঁপিতে কাঁপিতে)

পরিত্রাণ!

এতক্ষণে পাইলাম পরিত্রাণ!

দিনমণি!

রাখিলে তোমার বংশ।

সি-মা। ও—রে বা-বা আ-মা-র—

{উভয়ে ধরাধরি করিয়া সিন্ধুকে লইয়া প্রস্থান।}

সম্পূর্ণ।